47516 - বর্তমানে বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের পরে লিখিত ও এতে বিপুল পরিমাণ বিকৃতি হয়েছে

প্রশ্ন

আমরা মুসলিমরা জানি যে আল্লাহ তাআলা তার নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি জানতে পারি যে ঈসা মসীহ ইঞ্জিল নিয়ে আসেননি। বরং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর (অথবা তাকে আল্লাহ তার কাছে তুলে নেওয়ার পর যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে) মসীহের ছাত্রদের হাতে এটি লেখা হয়েছে। এই দুটি মতের মাঝে আমরা কীভাবে সমন্বয় করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আলহামদুলিল্লাহ, দুটি মতের মধ্যে এমন কোনো মতভেদ বা বিরোধ নেই, যার কারণে আমাদের উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হবে। প্রশ্নকারীর সংশয়ের পেছনে কারণ হলো তিনি দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ উভয় বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যক এবং আলহামদুলিল্লাহ, উভয়টিই সত্য:

প্রথম বিষয়: বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল কিতাব এবং এই ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তাঁর নবী ঈসার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের নাম ইঞ্জিল। এটি ঈমানের মূলনীতি ও স্তম্ভসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“রাসূলের প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন, ঈমানদাররাও (তাই করেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলেছে,) ‘আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কারো সাথে কারো তারতম্য করি না।’’ তারা বলেছে: ‘আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আপনার ক্ষমা (প্রার্থনা করি), আপনার কাছেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।’’[সূরা বাকারা: ২৮৫]

প্রসদ্ধি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবিরলি আলাইহসি সালাম যখন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করছেলিনে, তখন তনিি বলছেনে: ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাগণরে প্রতি, তাঁর কতিাবসমূহরে প্রতি, তাঁর রাসূলগণরে প্রতি, শষে দনিরে প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকদরিরে ভালো-মন্দরে প্রতি ঈমান আনবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

তমেনভিাবে এর প্রতি অস্বীকার বা সন্দহে পোষণ করা হলো গোমরাহি ও আল্লাহর সাথে কুফরি। আল্লাহ তাআলা বলনে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا بَعِيداً

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে প্রতি ঈমান আন (অটল থাক) এবং তনিি যে কতিাব তাঁর রাসূলরে উপর নাযলি করছেনে ও যে কতিাব তার আগে নাযলি করছেলিনে সগেুলোর প্রতওি ঈমান আন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফরেশেতাগণ, তাঁর কতিাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শষে দনিকে (পরকালকে) অবশ্বিাস করবে সে সুদূর (গুরুতর) বভি্রান্ততিে পততি হবে।’[সূরা নসিা: ১৩৬]

তনিি আরো বলনে:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদরেকে (মূলত) অবশ্বিাস করে, (বশ্বিাসরে ক্ষত্রেে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদরে মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে, “আমরা কতককে বশ্বিাস করি আর কতককে বশ্বিাস করি না” এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফরে; আর আমি (এই) কাফরেদরে জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রখেছে।ি”[সূরা নসিা: ১৫০-১৫১]

দ্বতিীয় বষিয়: ইঞ্জলি, বা আরও সুনর্দিষ্টভাবে বললে, আজ খ্রষ্টিানদরে হাতে বদ্যিমান ইঞ্জলিসমূহ (গসপলেসমূহ): যদওি ঈসার উপর নাযলিকৃত ইঞ্জলিরে প্রতি ঈমান রাখা আমাদরে ঈমানরে মূলনীতরি অন্তর্ভুক্ত, তবুও আমরা এটওি বশ্বিাস করি যে আল্লাহ যভোবে নাযলি করছেলিনে সভোবে কোনো কতিাব আর মানুষরে কাছে অবশষ্টি নইে, না ইঞ্জলি, না অন্য কোনো কতিাব; শুধু কুরআন ছাড়া। বরং খ্রষ্টিানরো নজিরোও দাবি করে না যে তাদরে হাতরে কতিাবগুলো এভাবে আল্লাহর পক্ষ থকেে নাযলিকৃত। বরং তারা এটাও দাবি করে না যে মসীহ আলাইহসি সালাম নজিে এগুলো লখিছেনে বা অন্তত এগুলো তাঁর যুগে লখো হয়ছে।ে

ইমাম ইবনে হাযম রাহমিাহুল্লাহ ‘আল-ফসিাল ফলি মলিাল’ (২/২)-এ বলনে:

‘আমাদরে এই প্রমাণ উপস্থাপনে কোনো কষ্ট করতে হবে না যে, ইঞ্জলিসমূহ ও খ্রষ্টিানদরে অন্যান্য কতিাবগুলো আল্লাহর পক্ষ থকেে নয় এবং মসীহ আলাইহসি সালামরে পক্ষ থকেওে নয়, যে কষ্টটা ইহুদদিরে কাছে থাকা তাওরাত ও নবীদরে নামে প্রচলতি কতিাবগুলোর ক্ষত্রেে করতে হয়ছেলি। কারণ সংখ্যাগরষ্ঠি ইহুদি দাবি করে যে তাদরে হাতরে তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থকেে মুসা আলাইহসি সালামরে উপর নাযলিকৃত। তাই আমাদরেকে তাদরে এই দাবরি অসারতা প্রমাণ করতে হয়ছেলি। কন্তিু খ্রষ্টিানরা আমাদরে এই সব ঝামলো থকেে মুক্ত করে দয়িছে। কারণ তারা দাবি করে না যে, ইঞ্জলিসমূহ মসীহরে উপর আল্লাহর পক্ষ থকেে নাযলিকৃত বা মসীহ এগুলো নয়িে এসছেনে। বরং তাদরে প্রথম থকেে শষে সবাই, আরসী, মালকী, নাস্তুরী, ইয়াকূবী, মারূনী ও বুলকানী, সবাই একমত যে এগুলো চারটি ইতহিাস গ্রন্থ, যগেুলো চারজন পরচিতি ব্যক্তি ভন্নি ভন্নি সময়ে রচনা করছেনে।

এগুলোর মধ্যে প্রথমটি মাত্তা (মথি) আল-লাওয়ানী কর্তৃক রচতি, যনিি মসীহরে শষ্যি ছলিনে। মসীহ আলাইহসি সালামরে উত্থানরে নয় বছর পর শামরে ইয়াহুযা অঞ্চলে হব্রিু ভাষায় এটি তনিি লখিছেলিনে। যা মাঝারি আকৃতরি হরফে প্রায় আটাশ পৃষ্ঠার মতো।

দ্বতিীয়টি মারকাশ (মার্ক) কর্তৃক রচতি, যনিি শামউন ইবনে ইউন্নার শষ্যি ছলিনে। যাকে বাত্বরো (পটিার) বলা হয়। মসীহরে উত্থানরে বাইশ বছর পর রোমান সাম্রাজ্যরে দশে আন্তাকয়িায় (এন্টকি) গ্রকি ভাষায় লখিছেলিনে। তারা বলে যে উল্লখিতি শামউন নজিইে এটি রচনা করছেলিনে। তারপর শুরু থকেে তার নাম মুছে তার শষ্যি মারকাশরে নামে দয়িছেলিনে। এটি মাঝারি আকৃতরি হরফে চব্বশি পৃষ্ঠার মতো। উল্লখিতি শামউন মসীহরে শষ্যি ছলিনে।

তৃতীয়টি চকিৎিসক লূকা (লূক) আল-আন্তাকী কর্তৃক রচতি। যনিি শামউন বাত্বরোরও শষ্যি ছলিনে। পূর্বোক্ত মারকাশ রচনার পর তনিি গ্রকি ভাষায় এটি লখিছেলিনে। এটি পরমিাণে মাত্তার ইঞ্জলিরে মতো।

চতুর্থটি ইউহান্না (যোহন) ইবনে সায়াই কর্তৃক রচতি, যনিি মসীহরে শষ্যি ছলিনে। মসীহরে উত্থানরে ষাটরে অধকি বছর পর গ্রকি ভাষায় এটি লখিছেলিনে। এটি মাঝারি আকৃতরি হরফে চব্বশি পৃষ্ঠার মতো।’

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা ‘আল-জাওয়াবুস সহীহ’ (৩/২১)-এ বলছেনে:

‘খ্রষ্টিানদরে হাতে যে ইঞ্জলিসমূহ রয়ছেে তা চারটি: মাত্তা, লূকা, মুরকুস ও ইউহান্নার ইঞ্জলি। তারা একমত যে লূকা ও মুরকুস মসীহকে দখেনেনি, শুধু মাত্তা ও ইউহান্না তাঁকে দখেছেলিনে। আর এই চারটি বিবরণী যগেুলোকে তারা (একত্রে) ইঞ্জলি বলে, আবার প্রত্যকেটকিওে ইঞ্জলি বলে। এগুলো তারা মসীহরে উত্থানরে পরে লখিছেলি। সুতরাং তারা এতে উল্লখে করনেনি যে এগুলো আল্লাহর বাণী বা মসীহ আল্লাহর কাছ থকেে এগুলো পৌঁছে দয়িছেনে। বরং তারা এতে মসীহরে কছিু কথা এবং তাঁর কছিু কার্যাবলি ও মুজযিা বর্ণনা করছেনে।’

মসীহরে পরে লখো এই কতিাবগুলো প্রথমে যভোবে লখো হয়ছেলি সভোবে আর অবশষ্টি থাকনে। কারণ প্রথম কপগিুলো হারয়িে গছে এবং দীর্ঘ সময়রে জন্য মানুষরে হাত থকেে বলিুপ্ত হয়ে গছে।

ইবনে হাযম বলনে:

‘খ্রষ্টিানদরে কউে বা অন্য কউে এ বষিয়ে দ্বমিত করনে না যে মসীহরে জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি মাত্র একশত বশি জন ঈমান এনছেলিনে... এবং যারাই তাঁর প্রতি ঈমান এনছেলিনে তারা তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরওে আত্মগোপন করে ভয়ে থাকতনে। তাঁর ধর্মরে দকিে গোপনে আহ্বান জানাতনে। কউে তাঁর ধর্মরে দাওয়াত দতিে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারতনে না এবং নজিরে ধর্ম প্রকাশ করতে পারতনে না। আর তাদরে মধ্যে যাকইে পাওয়া যতে তাকইে হত্যা করা হতো...

মসীহরে (আলাইহসি সালাম) উত্থানরে পর তারা এই অবস্থায় তনিশত বছর পর্যন্ত থাকলনে। নজিরো আত্মপ্রকাশ করতে পারনেনি, তাদরে কোনো নরিাপদ স্থান ছলি না।

এই সময়কালে আল্লাহর পক্ষ থকেে নাযলিকৃত ইঞ্জলি বলিুপ্ত হয়ে যায়, শুধু অল্প কছিু অনুচ্ছদে ছাড়া যা আল্লাহ তাদরে বরিুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ এবং তাদরে লাঞ্ছনার জন্য সংরক্ষণ করে রখেছেনে। তারা পূর্বোক্ত পরস্থিতিরি মধ্যইে ছলিনে। এক পর্যায়ে বাদশাহ কুস্তানত্বীন (কনস্ট্যান্টাইন) খ্রষ্টিান হলনে। তখন থকেইে খ্রষ্টিানরা প্রকাশ পলে, তাদরে ধর্ম উন্মোচন করল, তারা সম্মলিতি হলো এবং ঈমান আনল।

আর যে ধর্মরে অবস্থা এমন সে ধর্মরে কোনো বর্ণনা পরম্পরায় সঠকি থাকা অসম্ভব। কারণ গোপনে তরবাররি নচিে গ্রহণ করা বষিয়ে অনকে কছিুর অনুপ্রবশে ঘটে। এর অধকিারীরা এটাকে রক্ষা করতে পারে না বা এর বকিৃতকিে ঠকোতে পারে না।’[আল-ফসিাল ২/৪-৫]

তাদরে কতিাবরে সনদে এই বশিাল বচ্ছিন্নিতা, তাদরে সর্বোচ্চ সনদওে দুই শতাব্দীর বশেি সময়রে বচ্ছিন্নিতা বদ্যিমান, এর পাশাপাশি এই কতিাবগুলো প্রথমে যে ভাষায় লখো হয়ছেলি সইে ভাষায় আর অবশষ্টি থাকনে। বরং সইে ভাষাগুলো থকেে অনুবাদ করা হয়ছে। তারপর এমন অজ্ঞাত ব্যক্তদিরে হাতে একাধকিবার অনুবাদ করা হয়ছে যাদরে জ্ঞান ও আমানতদারি সম্পর্কে কছিু জানা যায় না।

এই কতিাবগুলোর পারস্পরকি মতভদে ও বরিোধইে সবচয়েে শক্তশিালী প্রমাণ য, এগুলো বকিৃত হয়ছে এবং এগুলো সইে ইঞ্জলি নয় যা আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর নাযলি করছেলিনে। আর আল্লাহ মহান সত্যইে বলছেনে:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً

“এই কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থকেে আসত তাহলে তারা এতে অনকে বপৈরত্যি দখেতে পতে।’[সূরা নসিা: ৮২]